তারিখ ... 28 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২ ...

প্রথম আলো

খিলগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

সেই দোকানগুলো সরানো হয়েছে

রাজধানী প্রতিবেদক ●

রাজধানীর খিলগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে অবৈধ মুরগির দোকানগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়সংলগ্ন ডাস্টবিন ও সড়কের দুই পাশ দখল করে থাকা কাঁচাবাজার উচ্ছেদ করা হয়নি। বিদ্যালয়ের চারপাশে ছড়িয়ে আছে ময়লা-আবর্জনা।

পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ফুটপাত দখল করে দোকান বসানোয় পথচারীদের চলাচল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিদ্যালয়সংলগ্ন ডাস্টবিন থাকায় নষ্ট হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। বিদ্যালয়টির চতুর্থ তলায় আছে মতিঝিল থানা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়। এলাকাটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ১১ নম্বর ওয়ার্ডে পড়েছে।

গত ৩ জানুয়ারি 'বিদ্যালয় ফটকে মুরগির বাজার' শিরোনামে *প্রথম আলো*তে একটি প্রতিবেদন ছাপানো হয়েছিল। এর কয়েক দিন পর নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয়ের সামনের এলাকা থেকে এসব দোকান সরিয়ে নেন দোকানিরা।

গতকাল শুক্রবার দেখা যায়, বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে কোনো মুরগির দোকান নেই। তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বিদ্যালয়ের সীমানা থেকে ৫০ ফুট পশ্চিম পাশে। বিদ্যালয় ছিল বন্ধ। তবে খিলগাঁও রেলগেট থেকে রেলওয়ে হাফিজিয়া সুন্নিয়া আলিম মাদ্রাসা ও এতিমখানা পর্যন্ত সড়কের ফুটপাত দখল করে আছে শাকসবজি ও ফলের শতাধিক দোকান। কেনাকাটা করছেন ক্রেতারা। খিলগাঁও কাঁচাবাজারসহ ফুটপাতের দোকানের ময়লা-আবর্জনা ফেলা হচ্ছে বিদ্যালয়সংলগ্ন ডাস্টবিনে। বাতাস দুর্গন্ধময়। নাক-মুখ ঢেকে চলাচল করছেন পথচারীরা।

খিলগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে হেঁটে বাসায় যাচ্ছিলেন উত্তর শাহজাহানপুর এলাকার বাসিন্দা ফিরোজ হোসাইন। তিনি বলেন, বাজারে মানুষের হইচই ও ডাস্টবিনের দুর্গন্ধে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ ছাড়া ফুটপাত দখল করে দোকানপাট গড়ে ওঠায় হাঁটতে পারছেন না পথচারীরা। অবিলম্বে ফুটপাত থেকে অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করা দরকার।

দুটি ঝুড়িতে মুরগি বিক্রি করছিলেন আলাম মিয়া। তিনি বলেন, 'পত্রিকায় লেখালেখির পরদিনই স্কুলের সামনে থেকে সবাই দোকান সরায় নিছে। এখন আর কেউ ওই হানে বসে না।' সূত্র জানায়, নভেম্বরে খিলগাঁওয়ের এই এলাকা থেকে মুরগি ও কাঁচাবাজার উচ্ছেদ করেছিল ডিএসসিসি। কিন্তু পরপরই আবার ওই স্থানে বাজার বসানো হয়েছে। পরে *প্রথম আলো*তে ওই প্রতিবেদনটি ছাপানোর কিছুদিন পর মুরগির দোকানগুলো সরিয়ে নেন দোকানিরা।

১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হামিদুল হক বলেন, প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে বিদ্যালয়ের সামনে আর মুরগির দোকান বসে না। তবে ফুটপাতের অবৈধ দোকান ও ডাস্টবিনটির বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি।